দ্বাদশ শ্রেণি ● বাংলা ● অধ্যায়ভিত্তিক প্রশ্নের উত্তর ও পরীক্ষা প্রস্তুতি

গল্প : ভারতবর্ষ ● কবিতা : 'মহুয়ার দেশ'

❖ সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো(MCQ) (Marks-1)

1. ডাকের মতে শনিবার বৃষ্টি শুরু হলে তা থাকবে-
a) একদিন b) তিনদিন
c) পাঁচদিন d) সাতদিন
উত্তর : d) সাতদিন

2. আমেদাবাদ শহরটি যে রাজ্যে অবস্থিত-
a) পশ্চিমবঙ্গ b) গুজরাট
c) রাজস্থান d) মহারাষ্ট্র
উত্তর : b) গুজরাট

3. "সে-কথায় তোমাদের কাজ কী বাছারা ?"- কথাটি হলো-
a) সে কোথা থেকে এসেছে b) সে কোথায় যাবে
c) তার সঙ্গে আর কে আছে d) সে কেনো এখানে এসেছে
উত্তর : a) সে কোথা থেকে এসেছে

4. থুথুরে ভিখিরি বুড়ির গায়ে জড়ানো-
a) চিটচিটে তুলোর কম্বল b) ছেঁড়া কাপড়
c) নোংরা চাদর d) দামি শাল
উত্তর : a) চিটচিটে তুলোর কম্বল

5. "ফজরের নামাজ" সেরে ফিরছিল-
a) চৌকিদার সাহেব b) মোল্লাসাহেব
c) দারোগা সাহেব d) উকিল সাহেব
উত্তর : b) মোল্লাসাহেব

6. বুড়ির মরার খবর প্রথম দেওয়া হয়-
a) মোল্লাসাহেবকে b) পঞ্চায়েত প্রধানকে
c) চৌকিদারকে d) সরা বউকে
উত্তর : c) চৌকিদারকে

7. শীতের বৃষ্টিকে ভদ্রলোকে বলে-
a) ডাওর b) পউষে বাদলা
c) ডাক d) ফাঁপি
উত্তর : b) পউষে বাদলা

8. বৃষ্টির সঙ্গে বাতাস জোরালো হলে তারা বলে-
a) ডাওর b) ফাঁপি
c) ঝড়-বৃষ্টি d) পউষে বাদলা
উত্তর : b) ফাঁপি

9. চায়ের দোকানের আড্ডাবাজরা বুড়ির সঙ্গে তুলনা করেছিল-
a) ঘোড়ার b) হরিণের
c) খরগোশের d) টাট্টুর
উত্তর : d) টাট্টুর

10. ভারতবর্ষ গল্পে বৃষ্টি শুরু হয়েছিল-
a) সোমবার b) বুধবার
c) মঙ্গলবার d) শনিবার
উত্তর : c) মঙ্গলবার

❖ সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো(MCQ) (Marks-1)

1. 'অলস সূর্য' বলতে যাকে বোঝানো হয়েছে-
a. অর্ধেক সূর্য b. অস্তগামী সূর্য
c. অকেজো সূর্য d. ক্লান্ত সূর্য
উত্তর : b. অস্তগামী সূর্য

2. মহুয়ার দেশের মানুষের চোখ-
a. লাল b. তন্দ্রাচ্ছন্ন
c. ঘুমহীন d. অস্থির
উত্তর : c. ঘুমহীন

3. 'মহুয়ার দেশ' কবিতায় কবি রহস্য খুজে পেয়েছেন-
a. দেবদারুর বনে b. সন্ধ্যার জলস্রোতে
c. মহুয়ার বনে d. নিবিড় অন্ধকারে
উত্তর : a. দেবদারুর বনে

4. উজ্জ্বল আলোর স্তম্ভ ছিল-
a. গলিত সোনার মতো b. সন্ধ্যার ল্যাম্পপোস্টের মতো
c. মেঘলা বিকেলের মতো d. দেবদারু গাছের মতো
উত্তর : a. গলিত সোনার মতো

5. ''আর আগুন লাগে'' - কোথায় আগুন লাগে ?
a. জলের ওপারে b. জলের অন্ধকারে
c. নদিতে d. ঝরনার জলস্রোতে
উত্তর : b. জলের অন্ধকারে

6. ''...অনেক দূরে আছে...'' -অনেক দূরে যা আছে -
a. মহুয়ার দেশ b. কয়লাখনি
c. সূর্য d. কবির বাসা
উত্তর : a. মহুয়ার দেশ

7. ''পথের দু-ধারে ছায়া ফেলে ।''-
a. দেবদারু গাছ b. মহুয়া গাছ
c. শাল গাছ d. তাল গাছ
উত্তর : a. দেবদারু গাছ

8. 'মহুয়ার দেশ' কবিতায় রাতের নির্জন নিঃসঙ্গতাকে আলোড়িত করে -
a. নিশাচরের কোলাহল b. শিকারির পদসঞ্চার
c. অবসন্ন মানুষের আনাগোনা d. সমুদ্রের দীর্ঘশ্বাস
উত্তর : d. সমুদ্রের দীর্ঘশ্বাস

9. ''আমার ক্লান্তির উপরে ঝরুক...'' -
a. বকুল ফুল b. মহুয়া ফুল
c. শিউলি ফুল d. এদের কোনোটিই নয়
উত্তর : b. মহুয়া ফুল

10. ''মেঘ-মদির মহুয়ার দেশ''-আছে -
a. খুব, খুব কাছে b. অনেক,অনেক দূরে
c. নিবিড় অরণ্যে d. প্রান্তরের শেষে
উত্তর : b. অনেক,অনেক দূরে

11. "তাকে দেকে সবাই তর্ক থামালো"- কাকে দেখে-
a) থুরথরে বুড়ি b) ভটচাযমশাই
c) চৌকিদারসাহেব d) মোল্লাসাহেব
উত্তর : a) থুরথরে বুড়ি

12. "নির্ঘাত মরে গেছে বুড়িটা ।" কথাটি বলেছিল-
a) নকড়ি নাপিত b) জগা
c) নিবারণ বাগদি d) করিম ফরাজি
উত্তর : b) জগা

13. 'ফজর' কথাটির অর্থ-
a) বিকেল b) সন্ধ্যা
c) ভোর d) সকাল
উত্তর : c) ভোর

14. চৌকিদার যে রঙের উর্দি পরে ছিল-
a) লাল b) কালো
c) হলুদ d) নীল
উত্তর : d) নীল

15. মাঠ পেরিয়ে কী আসছে ?-
a) চ্যাংদোলা b) পালকি
c) গোরুর গাড়ি d) মিছিল
উত্তর : a) চ্যাংদোলা

16. "মর্, তুই মর্ ।" কার উদ্দেশ্যে এই উক্তি-
a) চৌকিদার b) নিবারণ বাগদি
c) করিম ফরাজি d) ফজলু শেখ
উত্তর : a) চৌকিদার

17. এক সময় দাগি ডাকাত ছিল -
a) নিবারণ বাগদি b) করিম ফরাজি
c) নকড়ি নাপিত d) ফজলু শেখ
উত্তর : a) নিবারণ বাগদি

18. বুড়িকে স্পষ্ঠ হরিবোল বলতে শুনেছে-
a) নিবারণ বাগদি b) করিম ফরাজি
c) নকড়ি নাপিত d) ফজলু শেখ
উত্তর : c) নকড়ি নাপিত

19. "যবন নিধনে অবতীর্ণ হও মা !" -কার উক্তি ?
a) নিবারণ বাগদি b) ভটচাযমশাই
c) নকড়ি নাপিত d) ফজলু শেখ
উত্তর : b) ভটচাযমশাই

20. মোল্লাসাহেব মুমূর্ষ বুড়ির কোন্ আওয়াজ শুনেছিল ?-
a) কলমা b) লাইলাহা ইল্লাল্ল
c) নারায়ে তকবির d) আল্লাহু আকবর
উত্তর : a) কলমা

21. ভটচাযমশাইয়ের কথা অনুযায়ী মুমূর্ষ বুড়ি বলেছিল-
a) শ্রীহরি শ্রীহরি b) কালী কালী
c) দুর্গা দুর্গা d) রাম রাম
উত্তর : a) শ্রীহরি শ্রীহরি

11. ''গলিত সোনার মত উজ্জ্বল আলোর স্তম্ভ'' -কে এঁকে দেয় -
a. ডুবন্ত সূর্য b. অলস সূর্য
c. উদীয়মান সূর্য d. দুপুরের সূর্য
উত্তর : b. অলস সূর্য

12. 'সবুজ সকাল' কীসে ভেজা -
a. শিশিরে b. জলে
c. মেঘে d. ভোরের আলোয়
উত্তর : a. শিশিরে

13. ''অবসন্ন মানুষের শরীরে দেখি''। -কবি কী দেখেন -
a. ধূলোর কলঙ্ক b. অপমানের কলঙ্ক
c. পোড়া দাগ d. চাঁদের কলঙ্ক
উত্তর : a. ধূলোর কলঙ্ক

❖ এক কথায় উত্তর দাও(V.S.A.) (Marks-1)

1. 'শীতের দুঃস্বপ্নের মতো' কী নেমে আসে ?
উত্তর : 'শীতের দুঃস্বপ্নের মতো' ধোয়ার বঙ্কিম নিশ্বাস ঘুরে ফিরে আসে ।

2. 'মেঘ-মদির মহুয়ার দেশ' বলার কারণ কী ?
উত্তর : 'মহুয়ার দেশ' কবিতা অনুসারে দূষিত নাগরিক জীবনের আবদ্ধতার বিপরীতে প্রকৃতির রহস্যময় সৌন্দর্যের মায়াময়তাকে ফুটিয়ে তুলতে কবি সমর সেন 'মেঘ-মদির মহুয়ার দেশ' বলেছেন ।

3. 'ঘুমহীন তাদের চোখে হানা দেয়'- কাদের চোখে কী হানা দেয় ?
উত্তর : মহুয়ার দেশের মানুষদের ঘুমহীন চোখে ক্লান্ত দুঃস্বপ্ন হানা দেয় ।

4. ''দেবদারুর দীর্ঘ রহস্য'' কোথায় ছায়া ফেলে ?
উত্তর : সমর সেন রচিত 'মহুয়ার দেশ' কবিতায় ''দেবদারুর দীর্ঘ রহস্য'' সুদূর মহুয়ার দেশে পথের দু-ধারে ছায়া ফেলে ।

5. ''অলস সূর্য এঁকে দেয়''- অলস সূর্য কী এঁকে দেয় ?
উত্তর : সমর সেন রচিত 'মহুয়ার দেশ' কবিতায় অলস সূর্য গলিত সোনার মতো উজ্জ্বল আলোর স্তম্ভ এঁকে দেয় ।

6. ''অলস সূর্য এঁকে দেয়''- সূর্যকে অলস বলার কারণ কী ?
উত্তর : সন্ধ্যার অস্তগামী সূর্য দিনের কাজ শেষ করে বিশ্রামের অপেক্ষায় থাকে বলে 'মহুয়ার দেশ' কবিতায় কবি সমর সেন সূর্যকে অলস বলে সম্বোধন করেছেন ।

7. কবি কাকে 'শীতের দুঃস্বপ্ন' বলেছেন ?
উত্তর : 'ধোয়ার বাঙ্কিম নিশ্বাস' অর্থাৎ নগরজীবনের দূষণকে কবি 'শীতের দুঃস্বপ্ন'-র সঙ্গে তুলনা করেছেন ।

8. ''ধোয়ার বঙ্কিম নিশ্বাস ঘুরে ফিরে ঘরে আসে''-'ধোয়ার বঙ্কিম নিশ্বাস' বলতে কী বোঝানো হয় ?
উত্তর : কবি সমর সেন রচিত 'মহুয়ার দেশ' কবিতায় 'ধোয়ার বঙ্কিম নিশ্বাস' বলতে নাগরিক সভ্যতার দূষণকে বোঝানো হয়েছে ।

9. 'ধোয়ার বঙ্কিম নিশ্বাস'কীভাবে কবির কাছে আসে ?
উত্তর : কবিতায় 'ধোয়ার বঙ্কিম নিশ্বাস' কবি সমর সেনের কাছে শীতের দুঃস্বপের মতো ঘুরে-ফিরে আসে ।

10. ''....দূর সমুদের দীর্ঘশ্বাস''-'দূর সমুদের দীর্ঘশ্বাস' বলতে কী বোঝানো হয়েছে ?

❖ এক কথায় উত্তর দাও(V.S.A.) (Marks-1)

1. চৌকিদার কেন পুলিশকে খবর দিতে চায়নি ?
উত্তর : গ্রাম থেকে থানা পাঁচ ক্রোশ দূরে । অত রাস্তা গিয়ে সময় নষ্ট করে পুলিশকে খবর দেওয়া সে যুক্তিযুক্ত মনে করেনি ।

2. সকলে কেন ভেবেছিল বৃদ্ধা মারা গিয়েছেন ?
উত্তর : সবাই দেখে গাছের গুঁড়ির খোঁদলে পিঠ রেখে বৃদ্ধা নিঃসাড় হয়ে চিত হয়ে রয়েছেন । তাঁর শরীর ঠান্ডা, নাড়িরও স্পন্দন নেই ।

3. গ্রামের লোকের 'মেজাজ গেল বিগড়ে'-কেন ?
উত্তর : শীতের দিনে অকাল দুর্যোগে ধানের প্রচন্ড ক্ষতি হবে ভেবে আর্থিক সংকটের কথায় গ্রামের লোকের মেজাজ বিগড়ে যায় ।

4. 'বুড়ি খেপে গেল'-কেন?
উত্তর : চায়ের দোকানের লোকেরা হেসে উঠে বলেছিল বৃদ্ধার ভারি তেজ বাদলার দিনে একেবারে তেজি টাট্টুর মতো বেরিয়ে পড়েছেন তিনি । তাই বৃদ্ধা ক্ষেপে যান ।

5. 'বিজ্ঞ চৌকিদারের পরামর্শ মানা হল' -চৌকিদার কী পরামর্শ দিয়েছিল ?
উত্তর : চৌকিদার পরামর্শ দিয়েছিল বৃদ্ধার সবদেহ নদীতে ফেলে দিয়ে আসতে । পুলিশকে খবর দিলে তারা আসতে আসতে শব পচে যাবে ও দুর্গন্ধ বেরোতে থাকবে ।

6. 'হঠাৎ বিকেলে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখা গেল ।' -দৃশ্যটি কী ছিল ?
উত্তর : হঠাৎ বিকেলে দেখা গেল মাঠ পেরিয়ে একটি চ্যাংদোলা আসছে । মুসলমান পাড়ার লোকেরা বৃদ্ধাকে মুসলমান মনে করে তাকে কবর দেওয়ার জন্য শবদেহ তুলে নিয়ে আসছে ।

7. 'তারপরই দেখা গেল এক অদ্ভুত দৃশ্য ।' -কার পরে সে দৃশ্য দেখা গেল ?
উত্তর : বিপন্ন আইনরক্ষক চৌকিদার লাঠি উচিয়ে একবার বিবাদমান মুসলিমপক্ষকে আর একবার হিন্দুপক্ষকে হুঁশিয়ার করে পরস্পরের দিকে এগোনো থেকে বিরত করে । ঠিক তখনই অদ্ভুত দৃশ্য দেখা গেল ।

8. 'তারপরই দেখা গেল এক অদ্ভুত দৃশ্য।'-দৃশ্যটি অদ্ভুত কেন?
উত্তর : সকল বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে লক্ষ্য করে বৃদ্ধা মরণ ঘুম থেকে জেগে উঠেছেন । তার শবদেহ যেন নড়ে উঠেছে । জাগ্রত বৃদ্ধা উঠে দুই বিপদমান জনতার দিকে তাকিয়ে দেখলেন ।

9. 'বুড়ি ক্ষেপে গিয়ে বলল ।' -সে কী বলেছিল ?
উত্তর : বৃদ্ধা ক্ষুব্ধ হয়ে বলে ''চোখের মাথা খেয়েছিস মিনষেরা দেখতে পাচ্ছিস নে ওরে নরকখেকোরা, ওরে শকুনচোখোরা ? আমি কী তা দেখতে পাচ্ছিস নে''

10. 'সেই সময় এল বুড়ি ।' -বুড়ির বাহ্যিক পরিচয় দাও ।
উত্তর : সে থুথুরে কুঁজো ভিখিরি বুড়ি । রাক্ষুসী চেহারা তার । একমাথা সাদা চুল । ছেঁড়া নোংরা একটা কাপড় পরণে, গায়ে জড়ানো তেমনি চিটচিটে তুলোর কম্বল, এক হাতে বেঁটে লাঠি । ক্ষয়া কর্বুটে মুখে তার সুদীর্ঘ আয়ুর চিহ্ন প্রকট ।

উত্তর : কবি সমর সেন রচিত 'মহুয়ার দেশ' কবিতায় 'দূর সমুদ্রের দীর্ঘশ্বাস'বলতে রাতের নির্জন নিঃসঙ্গতাকে আলোড়িত করা সমুদ্রের গর্জনকে বোঝানো হয়েছে ।

11. ''এখানে অসহ্য, নিবিড় অন্ধকারে/মাঝে মাঝে শুনি'' - বক্তা কী শোনেন ?
উত্তর : 'মহুয়ার দেশ'কবিতায় বক্তা শহরের অসহ্য নিবিড় অন্ধকারে মাঝে মাঝে মহুয়া বনের ধারের কয়লাখানির গভীর,বিশাল শব্দ শোনেন ।

12. ''এখানে অসহ্য, নিবিড় অন্ধকারে'' -এখানে অন্ধকার নিবিড় ও অসহ্য কেন?
উত্তর : সমর সেনের 'মহুয়ার দেশ' কবিতায় অন্ধকার নিবিড় ও অসহ্য কারণ তা শহরজীবনের যান্ত্রিকতা আর দূষনের ইঙ্গিত দেয় ।

13. 'শিশির-ভেজা সবুজ সকালে' কবি কী দেখেন ?
উত্তর : 'শিশির-ভেজা সবুজ' সকালে কবি কয়লাখানির অবসন্ন শ্রমিকদের শরীরে ধুলোর কলঙ্ক দেখেন ।

14. ''অবসন্ন মানুষের শরীরে ধুলোর কলঙ্ক''। -কবি কখন দেখেন ?
উত্তর : কবি সমর সেন মহুয়ার দেশে শিশির -ভেজা সবুজ সকালে অবসন্ন মানুষের শরীরে ধুলোর কলঙ্ক দেখেন ।

15. ''..গভীর, বিশাল শব্দ'' -কী গভীর এবং সেখানে কীসের শব্দ হয় ?
উত্তর : আধুনিক কবি সমর সেন রচিত 'মহুয়ার দেশ' কবিতায় মহুয়ার দেশের নৈঃশব্দের পটভূমিতে কয়লাখনির শব্দ ছিল গভীর এবং সেখানে কয়লাখনির গভীর, বিশাল শব্দ হয় ।

16. ''অবসন্ন মানুষের শরীরে দেখি'' - কবি কী দেখেন ?
উত্তর : কবি সমর সেন অবসন্ন মানুষের শরীরে ধুলোর কলঙ্ক দেখেন।

❖ কমবেশি ১৫০টি শব্দে উত্তর দাও(L.A.) (Marks-5)

1. 'অবসন্ন মানুষের শরীরে দেখি ধুলোর কলঙ্ক'-এখানে কোন মানুষদের কথা বলা হয়েছে ? তাঁরা অবসন্ন কেন ?'ধুলোর কলঙ্ক'বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন ?

2. "আমার ক্লান্তির উপরে ঝড়ুক মহুয়া-ফুল / নামুক মহুয়ার গন্ধ"- আমার বলতে কার কথা বলা হয়েছে ? এমন কামনার কারণ কী ?

3. 'মহুয়ার দেশ' কবিতায় কবি সমর সেন কীভাবে নাগরিক জীবনের ক্লান্তি থেকে শান্তি পাওয়ার কথা বলেছেন ?

4. ''শেষ রোদের আলোয় সে দূরের দিকে ক্রমশ আবছা হয়ে হেল ।''- কার কথা বলা হয়েছে ? সে ক্রমশ আবছা হয়ে গেল কেন ?

5. বুড়ির শরীর উজ্জ্বল রোদে তপ্ত বালিতে চিত হয়ে পড়ে রইল ।''- বুড়ির চেহারা ও পোশাকের পরিচয় দাও । তার তপ্ত বালিতে পড়ে থাকার কারণ কী ?

6. "কতক্ষন সে এই মারমুখী জনতা কে ঠেকিয়ে রাখতে পারত কে জানে"- সে বলতে কার কথা বলা হেয়েছে ? জনতা মারমুখী হয়ে পড়েছে কেনো ?

11. পউষে বাদলা সম্পর্কে গ্রামের 'ডাকপুরুষের' পুরোনো বচন' টি কী ?

উত্তর : 'বচন'টি হলো-শনিবার বাদলা লাগলে সাতদিন থাকবে, মঙ্গলে লাগলে থাকবে পাঁচদিন, আর বুধবারে বাদলা লাগলে তিনদিন । অন্যদিনে যদি লাগে তা একদিন স্থায়ী হয়।

12. 'বোঝা গেল, বুড়ির এ অভিজ্ঞতা প্রচুর আছে ।' বুড়ির কী অভিজ্ঞতা ছিল ?

উত্তর : চা খেয়ে শীতের দুর্যোগে বৃদ্ধা বটগাছের গুঁড়ির কাছে একটা মোটা শিকড়ে বসে পড়লো । শিকড়ের পিছনে যে খোঁদল আছে সেখানে সে পিঠ ঠেকিয়ে পা ছড়িয়ে বসলো । বৃদ্ধা আসলে বৃক্ষবাসিনী-গাছের গুঁড়িতে আশ্রয় নেওয়ার অভিজ্ঞতা তাঁর প্রচুর রয়েছে ।

13. 'বচসা বেড়ে গেল ।'-বচসার কারণ কী ?

উত্তর : বৃদ্ধা হিন্দু, না মুসলমান -সে ধর্ম পরিচয়ের প্রশ্নে এবং বৃদ্ধার মৃতদেহকে কীভাবে সৎকার করা হবে সে নিয়ে গ্রামের হিন্দু এবং মুসলিম দুইপক্ষের মধ্যে বচসা বেড়ে যায় ।

14. শীতের বৃষ্টি কী কী নামে পরিচিত ?

উত্তর : শীতে বৃষ্টি ধারালো হলে ভদ্রলোকেরা বলে 'পউষে বাদলা; ছোটোলোকেরা বলে 'ডাওর' আর বৃষ্টির সঙ্গে বাতাস জোরালো হলে বলা হয় 'ফাঁপি' ।

15. 'নির্ঘাত মরে গেছে বুড়িটা ।' -কে কেন এ সিদ্ধান্ত নেয় ?

উত্তর : অনেক বেলা হয়ে গেলেও বুড়ি নড়ছে না দেখে চা-ওয়ালা জগা এই সিদ্ধান্ত নেয় ।

16. বুড়ির শবদেহ কীভাবে নদীতে ফেলা হলো ?

উত্তর : মাঠ পেরিয়ে দু-মাইল দূরের শুকনো নদীতে বাঁশের চ্যাংদোলায় ঝুলিয়ে বুড়ির শবদেহ নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ।

17. নদীর ধারে বুড়ির মৃতদেহ কীভাবে পড়ে রইল ?

উত্তর : বুড়ির শরীর উজ্জ্বল রোদে তপ্ত বালিতে চিত হয়ে পড়ে রইল ।

18. বুড়ির শবদেহ ফেলে এসে সবাই কী করলো ?

উত্তর : দিগন্তে চোখ রাখলো ঝাঁকে ঝাঁকে কখন শকুন নামবে।

19. '-ভুল শুনেছ । ফজুল শেখ বলল'- ফজলু কী বললো ?

উত্তর : সে স্বকর্ণে শুনেছে, বুড়ি লাইলাহা ইল্লাল্ল বলছে ।

20. নিবারণ বাগদি কেন রাগী লোক ?

উত্তর : নিবারণ একসময় দাগি ডাকাত ছিল বলে সে রাগী লোক ।

21. ফাঁপি কাকে বলে ?

উত্তর : শীতকালে বৃষ্টির সঙ্গে বাতাস জোরালো হলে রাঢ় বাংলায় তাকে ফাঁপি বলে ।

Tinmile Road Branch
Add: Tinmile Road, Chopra, U/D.
Contact No : 9126769860

Sonapur Hat Branch
Add: Khanpara, Sonapur Hat, Chopra, U/D.
Contact No : 9563249093

Srikrishnapur Branch
Add: Bangiyo Gramin Bank, Srikrishnapur, U/D.
Contact No : 9679183299